এগিয়ে চলি মুক্ত প্রাণের কল্লোলে

পারফরমেন্স ইভ্যালুয়েশন অ্যাওয়ার্ড ২০১০

“এগিয়ে চলি মুক্ত প্রাণের কল্লোলে” এই শ্লোগানকে ধারণ করে শেষ হলো জেলার সেরা বিদ্যালয় নাট্যদল (বিনাদ) সদস্য নির্বাচন প্রতিযোগিতা ২০১০। একটি আনুষ্ঠানিক পর্বের মাধ্যমে বিনাদ সদস্যদের বার্ষিক কাজের ও জ্ঞানের মূল্যায়ন করে তাদেরকে দেয়া হয় পারফরমেন্স ইভ্যালুয়েশন এ্যাওয়ার্ড। গত মে, জুন ও জুলাই ২০১০ মাসে বাংলাদেশের দশটি জেলায় বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনায় অনুষ্ঠিত হয় এই প্রতিযোগিতা।

bIMvq †miv webv` m`m¨ cwZ‡hvwMZvi Povš ce

আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক) মানবাধিকার সচেতায়ন কর্মসূচীর আওতায় বাংলাদেশের ১০টি জেলায় ৪০টি উচ্চ বিদ্যালয়ের মানবাধিকার শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এই কার্যক্রমের আওতায় নির্বাচিত হয় জেলার সেরা মানবাধিকার ও জেন্ডার সংবেদনশীল বিনাদ সদস্য। এবারের প্রতিযোগিতায় প্রথম পর্বে রচনা প্রতিযোগিতায় প্রতি জেলায় ১০০ জন বিনাদ কর্মী অংশ নেয়, যার বিষয় ছিল “নারী অধিকার ও আমার ভাবনা” এর মধ্য দিয়ে মাত্র ২০ জন করে উঠে আসে দ্বিতীয় পর্বে। দ্বিতীয় পর্বে উর্ত্তীণ ২০ জনকে নিয়ে ৩ দিন ব্যাপি অভিনয়, উপস্থিত বক্তৃতা, মানবাধিকার, জেন্ডার, বিজ্ঞান, ইতিহাস, সংবিধান, জাতিসংঘ ইত্যাদি বিষয়ে বিশেষ প্রশিক্ষণ দেয়া হয় এবং এই প্রশিক্ষণের মূল্যায়নের পর সেরা ১০ জন উঠে আসে চূড়ান্ত পর্বে। চূড়ান্ত পর্যায়ে নির্বাচিত ১০জন প্রতিযোগী স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধা, সাংস্কৃতিক ব্যক্তি, ও শিক্ষাবিদ সমন্বয়ে গঠিত এই বিচারক প্যানেলের সামনে উপস্থিত বক্তৃতা, একক অভিনয় ও কুইজে অংশগ্রহণ করে এবং নির্বাচিত হয় চ্যাম্পিয়ন, প্রথম রানারআপ ও দ্বিতীয় রানারআপ।

প্রতিটি চূড়ান্ত পর্বে প্রতিটি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক, স্থানীয় প্রশাসনের কর্মকর্তা, জেলা শিক্ষা অফিসার শিক্ষাবিদ,সাংবাদিক সহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ এবং অভিভাবক। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন স্কুলের বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থী ব্যাপক উৎসাহের সাথে অংশ নেয়।

এই প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে প্রত্যেকটি স্কুলের বিনাদ সদস্য মানবাধিকার এবং এর অন্তর্নিহিত নীতিগুলো সম্পর্কে স্পষ্ট ধারনা লাভ করে। তারা বৈচিত্রের স্বীকৃতি , ভারসাম্য এর ন্যায্যতা এবং নারী ও পুরুষের সমতার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে শিখতে ও জানতে আগ্রহী হয়ে উঠে। এতে করে তাদের মধ্যে নারী বা পুরুষ হিসাবে নিজেদেরকে না দেখে মানুষ হিসাবে দেখার মানসিকতা তৈরি হয়।

bIMv I cvebvq tmiv webv` m`m¨ cwZ‡hvwMZvi Povš c‡ei Awfbq ce

এই কর্মসূচীর মধ্য দিয়ে ছেলে ও মেয়েদের মানসিকতার পরিবর্তন ঘটে এবং তাদের চিন্তা চেতনা ও বক্তব্যে তারা অনেক সংবেদনশীল হয়। বিনাদের সদস্যরা মুক্তিযুদ্ধ ও ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস সম্পর্কে অবগত হয় এবং চেতনা নিজের মধ্যে ধারণ করে। বাংলাদেশের সংবিধানে কোন ধারায় মৌলিক অধিকার ও মানবাধিকার নিয়ে কী বলা আছে তা অনেক বিনাদ সদস্য অন্যকে স্পষ্টভাবে বলতে পারে। এছাড়াও সবকিছু বৈজ্ঞানিক ভাবে বিশ্লেষণ করার প্রবনতা বেড়েছে। সর্বোপরি বিনাদ সদস্যরা মানবাধিকারের বিভিন্ন দলিল, নারী পুরুষ সম্পর্ক বিশ্লেষণ, গণতন্ত্রসহ সাম্প্রতিক বিভিন্ন বিষয়ে তথ্য ও যুক্তি প্রদর্শনে প্রাথমিক পারদর্শিতা অর্জন করেছে।

cvebv I bIMvq tmiv webv` m`m¨ cwZ‡hvwMZvq ci¯‹vi weZiYx c‡e weRqxiv

১০ জেলার সেরা দশ বিনাদ সদস্য '১০ এর তালিকাঃ

জেলা	তারিখ	চ্যাম্পিয়ন	বিদ্যালয়
ঝিনাইদহ	১৭ মে	নিশাত সুলতানা	ফজর আলী উচ্চ বিদ্যালয়, ঝিনাইদহ
নওগাঁ	১৭ মে	তারমিন ইয়াসমিন স্মৃতি	সেন্ট্রাল গালর্স স্কুল, নওগাঁ
পাবনা	২১ মে	তানিয়া আক্তার	সেন্ট্রাল গালর্স স্কুল, পাবনা।
গাইবান্ধা	১৭ জুন	শাকিলা আক্তার	রেবেকা হাবিব বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, গাইবান্ধা
কিশোরগঞ্জ	২১ জুন	সোহেল মিঞা	আরজত আতরজান উচ্চ বিদ্যালয়, কিশোরগঞ্জ
কুষ্টিয়া	২৬ জুন	সুমাইয়া সুলতানা	হাউজিং এ্যাসেস্ট বালিকা বিদ্যালয়, কুষ্টিয়া
সিরজগঞ্জ	২৮ জুন	তারিকুল ইসলাম তামিম	ভিক্টোরিয়া উচ্চ বিদ্যালয়, সিরাজগঞ্জ
ময়মনসিংহ	২৯ জুন	তাজরিয়ান শেহবার শিঞ্জন	প্রিমিয়ার আইডিয়াল হাইস্কুল, মহয়মসিংহ
নেত্রকোনা	৩০ জুন	সাদিয়া সিদ্দিকী রাহী	জাহানারা স্মৃতি বালিকা বিদ্যালয়, নেত্রকোনা
জয়পুরহাট	৪ জুলাই	সালেহা খাতুন	তেঘর বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, জয়পুরহাট।